সমকাল

তারিখ : 30 SEP 2016
পৃষ্ঠা : 20 কলাম

কওমি মাদ্রাসার স্বীকৃতি

এবার কর্তৃত্বের দ্বন্দ্বে আলেমরা

সমকাল প্রতিবেদক

কওমি মাদ্রাসার সনদের স্বীকৃতি নিয়ে আবারও টানাপড়েন সৃষ্টি হয়েছে আলেম-ওলামাদের মধ্যে। হেফাজতে ইসলামসংশ্লিষ্ট পক্ষের আলেমরা এতদিন সরকারি নিয়ন্ত্রণে স্বীকৃতির বিরোধিতা করলেও এখন তারা রাজি। উভয় পক্ষই এখন কওমি সনদের স্বীকৃতি চান। তবে দু'পক্ষই চায়, তাদের মাধ্যমেই স্বীকৃতি দিতে হবে। এর জন্য হেফাজতপন্থিরা নমনীয় হয়ে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করারও চেষ্টা করছেন।

গত বুধবার 'বাংলাদেশ কওমি মাদ্রাসা শিক্ষা কর্তৃপক্ষ' গঠনের লক্ষ্যে আইনের খসড়া সংশোধনে ৯ সদস্যের কমিটি করে সরকার। কমিটির আহ্বায়ক করা হয় শোলাকিয়ার ইমাম মাওলানা ফরিদউদ্দীন মাসউদকে। সদস্য সচিব হয়েছেন গোপালগঞ্জের গহরডাঙ্গা মাদ্রাসার অধ্যক্ষ মাওলানা রুহুল আমিন। উভয়ই সরকারপন্থি হিসেবে পরিচিত। কমিটিতে কওমি মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের (বেফাক) দু'জন সদস্যও রয়েছেন।

শিক্ষা মন্ত্রণালয় এ-সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন জারির পরপরই কমিটি প্রত্যাখ্যান করেন দেশের অধিকাংশ মাদ্রাসার নিয়ন্ত্রক বেফাক সভাপতি শাহ্ আহমদ শফী। গতকাল বেফাকের শীর্ষ কর্মকর্তাদের নিয়ে বৈঠকও করেন তিনি। তবে আগের তুলনায় অনেক নমনীয় ছিলেন হেফাজত আমির আহমদ শফী।

বৈঠকে অংশ নেওয়া আলেমরা জানান, মাওলানা নূর হোসাইন কাসেমী কমিটি ও সরকারের সিদ্ধান্তে কঠোর অবস্থান পৃষ্ঠা ১৫ : কলাম ৩

এবার কর্তৃত্বের

[শেষ পৃষ্ঠার পর]

নেওয়ার কথা বলেন। তবে তার যুক্তি নাকচ করে দিয়ে আহমদ শফী বেফাক নেতাদের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে বলেন। তিনি বলেন, 'তোমরা প্রধানমন্ত্রীর কাছে যাও। উনাকে বোঝাও কীভাবে স্বীকৃতি দিলে ভালো হয়।' আগামী সোমবার কওমি মাদ্রাসার আঞ্চলিক বোর্ডগুলোর সঙ্গে বৈঠক করবে বেফাক।

কওমি মাদ্রাসার শিক্ষা সনদের স্বীকৃতি দিতে ২০১২ সালের ১৫ এপ্রিল আহমদ শফীকে চেয়ারম্যান করে ১৫ সদস্যের কমিশন গঠন করে সরকার। কমিশনের দায়িত্ব ছিল, ছয় মাসের মধ্যে 'বাংলাদেশ কওমি মাদ্রাসা শিক্ষা কর্তৃপক্ষ' গঠন আইনের খসড়া প্রণয়ন ও শিক্ষা কার্যক্রম-পাঠ্যক্রম সম্পর্কে সুপারিশ করা।

ফরিদউদ্দীন মাসউদ ও রুহুল আমিনের পরিবর্তে বেফাকের সহসভাপতি মাওলানা আশরাফ আলীকে কমিশনের কো-চেয়ারম্যান এবং মহাসচিব আবদুল জব্বারকে সদস্য সচিব করার দাবি জানান আহমদ শফী। এ দাবি পূরণ না হওয়ায় কমিশন থেকে পদত্যাগ না করলেও নিজেদের সরিয়ে নেন আহমদ শফী ও তার অনুসারীরা। পরের বছর এপ্রিলে ফরিদউদ্দীন মাসউদ প্রধানমন্ত্রীর কাছে সুপারিশ জমা দেন। এতে কওমির বিভিন্ন স্তরকে স্বতন্ত্র আরবি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে এসএসসি, এইচএসসি, স্নাতক ও স্নাতকোত্তরের সমমানের স্বীকৃতি দেওয়ার সুপারিশ করা হয়। এর জন্য মাদ্রাসায় ধর্মীয় শিক্ষার পাশাপাশি বাংলা, ইংরেজি, বিজ্ঞান ও তথ্যপ্রযুক্তির বিষয় পড়ানো বাধ্যতামূলক করার সুপারিশ করা হয়। ২০১৩ সালের অক্টোবরে 'বাংলাদেশ কওমি মাদ্রাসা শিক্ষা কর্তৃপক্ষ' আইনের খসড়া অনুমোদনের জন্য মন্ত্রিসভায় উত্থাপনের কথা ছিল। তবে হেফাজতের গৃহযুদ্ধের হুমকিতে তা আর হয়নি। বেফাকের দাবি ছিল তাদের নামে সনদের স্বীকৃতি দেওয়া, বেফাককে অ্যাফিলিয়েটিং বিশ্ববিদ্যালয় করা, সরকারি অনুদান গ্রহণ না করা ও কওমি মাদ্রাসার পাঠপদ্ধতি পরিবর্তন না করা। বেফাক সরকারের নিয়ন্ত্রণ মেনে স্বীকৃতি নিতে রাজি না হওয়ায় তিন বছর ঝুলে ছিল বিষয়টি।

গত ১১ আগস্ট প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কওমি মাদ্রাসা কমিশনের কাজ দ্রুত শেষ করে এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে এক পাঠ্যক্রম ও সনদের আওতায় আনার তাগিদ দেন। কাজ দ্রুত শেষ করতে কমিটি গঠন করতে বলেন। এর পরই সনদের স্বীকৃতি দিতে ফের নতুন করে উদ্যোগ নেয় শিক্ষা মন্ত্রণালয়।

এতে আশার আলো দেখছেন ২২ লাখ শিক্ষার্থী। ফরিদউদ্দীন মাসউদ বলেন, 'স্বীকৃতি কার মাধ্যমে এলো তা বড় কথা নয়। লাখ লাখ ছাত্রের ভবিষ্যতের প্রশ্ন এখানে জড়িত। প্রয়োজনে বেফাক স্বীকৃতি কার্যক্রমের নেতৃত্ব দিক।'